প্রেস আপীল বোর্ড

বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের প্রেস আপীল বোর্ডের উপস্থিত চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ

১। বিচারপতি মো. নিজামুল হক নাসিম, চেয়ারম্যান, প্রেস আপীল বোর্ড ও বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল।

২। জনাব ইকবাল সোবহান চৌধুরী, সদস্য, প্রেস আপীল বোর্ড ও বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল।

৩। মো. কাওসার আহাম্মদ, যুগ্মসচিব, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় ও সদস্য, প্রেস আপীল বোর্ড

আপীল মামলা নং ০৮/২০২২

যে বিষয়ে

ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধীকরণ) আইন ১৯৭৩, ১৯৭৩ সনের ২৩ নং আইন এর ১২(৪) ধারামতে আপীল

এবং

যে বিষয়ে

উত্তম কুমার ঘোষ, পিতা: পরিমল কান্তি ঘোষ, মাতা: বন্দনা ব্রাহ্ম, সাং: কোরিয়াখালী, উপজেলা: কেশবপুর, জেলা: যশোর।

আপীলকারী

বনাম

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, যশোর।

রেসপনডেন্ট

রায়ের তারিখ: ২৫/০১/২০২৩

রা য়

ইহা আপীলকারী উত্তম কুমার ঘোষ কর্তৃক ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধীকরণ) আইন ১৯৭৩, ১৯৭৩ সনের ২৩ নং আইন এর ১২(৪) ধারায় প্রেস আপীল বোর্ডের কাছে দাখিলকৃত একটি আপীল। আপীলকারীর বক্তব্য হলো তিনি একজন আইন মান্যকারী, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, জন্মসূত্রে বাংলাদেশের স্থায়ী নাগরিক। তিনি উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পেশাগতভাবে দেশের প্রথম সারির একাধিক গণমাধ্যমে দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় ধরে সুনামের সহিত দায়িত্বপালন করে আসছেন। এছাড়া আপীলকারী জেলাব্যাপি একজন পরিচ্ছন্ন সংবাদকর্মী হিসেবে সুপরিচিতি লাভ করেছেন। আপীলকারী একজন তরুন উদ্যোক্তা হিসেবে একাধিক ব্যবসা সফলভাবে পরিচালনা করে আসছেন। যশোর থেকে প্রকাশিত একটি ঐতিহ্যবাহী দৈনিক রানার রেজিস্ট্রেশন নং কেএন ১৫৯ সংবাদপত্রটি ঘোষনা মোতাবেক নিজস্ব ছাপাখানা (বিপ্লব মুদ্রণ ও প্রকাশনা কার্যালয়) পিয়ারী মোহন রোড, বেজপাড়া যশোর থেকে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছিলো। পত্রিকার সর্বশেষ প্রকাশক আর এম মঞ্জুরুল আলম টুটুল ওয়ারিশগণসূত্রে প্রাপ্ত হইয়া বিগত ০৮/০১/২০১২ তারিখে বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় নিকট হইতে প্রকাশনার ঘোষণাপত্র প্রাপ্ত হইয়া নিয়মিত পত্রিকা প্রকাশনা অব্যাহত রেখেছিলেন। পরবর্তীতে ২৮/০১/২০১৫ তারিখে প্রকাশক আর এম মঞ্জুরুল আলম টুটুল তারিখ মৃত্যুবরণ করলে প্রকাশকের পদটি শুন্য হয়ে যায়। পরে পরিবারের ওয়ারিশগণের সিদ্ধান্তক্রমে তার বড় ভাই আর এম কবিরুল আলম দিপু প্রকাশনার দায়িত্ব চেয়ে বিগত ০৬/০৮/২০১৫ তারিখে বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর আবেদন করেন। কিন্তু দীর্ঘ ৭ বছর যাবত কোনো অগ্রগতি না করিয়া জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় কালক্ষেপণ করিতেছেন। ইহাতে পত্রিকা অফিসে ব্যবহৃত মুল্যবান জিনিসপত্র এবং প্রকাশানায় ব্যবহৃত মুল্যবান যন্ত্রাংশ নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয়। ইহা ছাড়া ওই অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী দৈনিক রানার পত্রিকাটি বিলীন হওয়ার উপক্রম হয়। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে পত্রিকার ওয়ারিশগণ অনেকেই শারীরিকভাবে অসুস্থ ও অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছল হয়ে পরেন। অনেকেই চাকুরীজনিত ও পারিবারিক ব্যস্ততার কারণে পত্রিকাটি প্রকাশনা করিতে অনাগ্রহী হয়ে পরেন। তৎপর ওয়ারিশগণের সিদ্ধান্তক্রমে

পত্রিকাটির প্রকাশনার যন্ত্রাংশ ও আসবাবপত্র বিক্রি ও প্রকাশনা/মালিকানা স্বত্ত্ব হস্তান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এরই প্রেক্ষিতে উক্ত ওয়ারিশগণ তাদের পারিবারিক আস্থাভাজন ও স্নেহভাজন আপীলকারীর সহিত মালিকানা হস্তান্তর দলিল সম্পাদন করেন। একই সাথে ওয়ারিশগণের সিদ্ধান্ত মোতাবেক আর এম কবিরুল আলম দিপু জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় বরাবর দাখিলকৃত আবেদনটি প্রত্যাহার করে দরখাস্ত দেন এবং বলেন যে তাদের পরিবারের আস্থাভাজন উত্তম কুমার ঘোষ প্রকাশনা পরিবর্তন করে নিজ প্রকাশনায় ঐতিহ্যবাহী দৈনিক রানার পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ নিলে তার বা তার অবর্তমানে তার ওয়ারিশগণের কোনো আপত্তি থাকবে না। এছাড়া উক্ত ওয়ারিশগণ প্রত্যেকে আলাদাভাবে নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে ঘোষণা দেন যে উত্তম কুমার ঘোষ প্রকাশনা পরিবর্তন করে নিজ প্রকাশনায় ঐতিহ্যবাহী দৈনিক রানার পত্রিকা প্রকাশনার উদ্বোগ নিলে তাদের বা তাদের ওয়ারিশগনের কোনো আপত্তি থাকিবে না।

পরবর্তীতে আপীলকারী উত্তম কুমার ঘোষ ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধীকরণ) আইন ১৯৭৩ এর সকল শর্ত পুরণ করে বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যশোর মহোদয় বরাবর দৈনিক রানার পত্রিকার প্রকাশনা পরিবর্তন করে তাহাকে প্রকাশনার ঘোষণাপত্র প্রদানের জন্য বিগত ২৩/০৫/২০২২ তারিখে আবেদন করেন। আপীলকারী ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধীকরণ) আইন ১৯৭৩ এর ৭ ও ১২ ধারায় সকল শর্ত পুরণ হওয়া সত্ত্বেও বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় অদ্যাবধি পর্যন্ত আপীলকারীর আবেদনের কোনো অগ্রগতি না করিয়া কালক্ষেপন করিতেছেন। ইহাতে আপিলকারী পত্রিকা প্রকাশনার জন্য অফিস ভাড়া, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতনসহ বিভিন্নভাবে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। তার মনে এই বিশ্বাস জন্মেছে যে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরেও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় তাহার পক্ষে আদেশ দান না করায় এবং আবেদনটির উপর কোনো আদেশ না দেওয়ায় ইহাই প্রতিষ্ঠিত হয় যে তাহার দাখিলকৃত দরখাস্তটি না মঞ্জুর করা হয়েছে। ফলে বাধ্য হয়ে তিনি অত্র আপীলটি প্রেস আপীল বোর্ডের কাছে দাখিল করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রার্থনা করেন যে তার আপীলটি গ্রহণ শুনানীয়ান্তে গ্রহণ করত মাননীয় প্রেস আপীল বোর্ড ন্যায়ানুগ আদেশ প্রদান করিবেন।

এই আপীলে রেসপনডেন্টপক্ষ অর্থাৎ জেলা প্রশাসক, যশোর জবাব দাখিল করেন। সেখানে বলা হয় যে, দৈনিক রানার পত্রিকাটির প্রকাশক জনাব রাবেয়া খাতুন, স্বামী মৃতঃ গোলাম মাজেদ, পেয়ারী মোহন রোড, বেজপাড়া যশোর এর নামে ১৯/০৯/১৯৮৪ তারিখে Jail/43931-36 নং স্মারকে পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি প্রদান করা হয়। এ সময় পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে জনাব আর এম মঞ্জুরুল আলমের নাম উল্লেখ ছিলো। পরবর্তীতে জনাব রাবেয়া খাতুন ১৯/০৯/২০০২ তারিখে সংবাদপত্রটির স্বত্ত্ব তৎকালীন সম্পাদক জনাব মঞ্জুরুল আলমের নিকট হস্তান্তর করেন। কিন্তু জনাব আর এম মঞ্জুরুল আলম রাজি না হওয়ায় জনাব রাবেয়া খাতুন পূর্বোক্ত আবেদন বাতিলের জন্য আবেদন করেন।

পরবর্তীতে জনাব রাবেয়া খাতুন ২৭/০৯/২০০৭ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন এবং সেই প্রেক্ষিতে তার কন্যা জনাব শারমিন আক্তার ২৩/০১/২০০৮ তারিখে তার ওয়ারিশ হিসেবে উক্ত পত্রিকার নতুন ঘোষণাপত্র পাওয়ার আবেদন করেন। ইহার পরিপ্রেক্ষিতে ২৩/১১/২০০৮ তারিখে জেজপ্রকা/শিক্ষা/৭প-২/০৮-১৫৬৪(৬) নং স্মারক মতে শারমিন আক্তারের নামে ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ০৭/১২/২০১১ তারিখে জনাব শারমিন আক্তার পত্রিকার প্রকাশক পরিবর্তনের জন্য আবেদন করেন এবং আবেদনের উল্লেখ করেন যে ব্যবসায়িক কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি তার দায়িত্ব পালনে অপারগ। ১৮/১২/২০১১ তারিখে পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক আর এম মঞ্জুরুল আলম নিজ নামে পত্রিকা প্রকাশনার আবেদন করেন। ইহার প্রেক্ষিতে ০৮/০১/২০১২ তারিখে জনাব আর এম মঞ্জুরুল আলম এর নামে নতুন ঘোষণাপত্র প্রদান করা হয়। ২৮/০১/২০১৫ তারিখে আর এম মঞ্জুরুল আলমের মৃত্যুর পর তার বড়ভাই মো. কবিরুল আলম দিপু ওয়ারিশসুত্রে পত্রিকা প্রকাশের জন্য ০৬/০৮/২০১৫ তারিখে আবেদন করেন। কিন্তু তিনি ১৭/০৫/২০২২ তারিখে আবেদনটি প্রত্যাহারের আবেদন করেন। এর পরবর্তীতে উত্তম কুমার ঘোষ ২৩/০৫/২০২২ তারিখে দৈনিক রানার পত্রিকার প্রকাশক পরিবর্তন করে নিজ নামে প্রকাশের আবেদন করেন। উল্লেখ্য তিনি আর এম মঞ্জুরুল এর সাথে পারিবারিকভাবে সংযুক্ত নন।

পরবর্তীতে জনাব নাসরিন সুলতানা নিপা ০৫/০৭/২০২২ তারিখে দৈনিক রানার নামে পত্রিকা প্রকাশনার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন। উল্লেখ্য পত্রিকাটি অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হওয়ার কারনে ২০১৫ সালে জেলা প্রশাসক, যশোর পত্রিকাটির ঘোষণাপত্র বাতিল করেন। এমতাবস্থায় যেহেতু এই সংবাদপত্রটি প্রকাশের জন্য অনুমতি চেয়ে ২জন ভিন্ন ব্যক্তি আবেদন করেছেন এবং পত্রিকাটির ঘোষণাপত্র ইতোপূর্বে বাতিল হয়েছে সেহেতু কারো অনুকুলে পত্রিকাটির ঘোষণাপত্র দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়নি।

এই আপীলে আপীলকারী উত্তম কুমার ঘোষ বক্তব্য রাখেন। আপীল কারী বলেন ১৯৭৩ সালের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধীকরণ) আইনের সকল শর্ত পুরণ করে দৈনিক রানার পত্রিকার ডিক্লারেশন পেতে ২৫/০৫/২০২২ তারিখে তিনি যশোর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর আবেদন করেন তবে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সেই আবেদনের অগ্রগতি না করে কালক্ষেপণ করেন যাহার ফলে তাহার মনে এই বিশ্বাস জন্মে যে, আবেদনটি অগ্রাহ্য করা হয়েছে। তাই সুষ্ঠু সমাধানের জন্য তিনি বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল এর প্রেস আপীলেট বোর্ডে আবেদন করেন। এ প্রসঙ্গে তার বক্তব্য হলো ১৯৭৩ সালের ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধীকরণ) আইনের ৬ ধারায় বলা হয়েছে প্রত্যেক সংবাদপত্রের প্রতি কপিতে উক্ত সংবাদপত্রের সম্পাদকের নাম সম্পাদক হিসেবে সুষ্ঠুভাবে মুদ্রণ করিতে হইবে। সেহেতু মৃত্যুবরণ করা সম্পাদকের নামে পত্রিকা প্রকাশ করা আইনত চলে না। সেই কারণে আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে পত্রিকা প্রকাশনা সাময়িক বন্ধ রাখা হয়েছিলো ফলে মৃত প্রকাশকের একমাত্র জীবিত নির্বাহী সম্পাদক আর এম কবিরুল আলম দিপু ৭ ধারা ঘোষনার লক্ষ্যে ২০১৫ সালের ১৬ অক্টোবর তারিখে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর আবেদন করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে জনাব কবিরুল আলম দিপুর পুলিশ রিপোর্ট চেয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব জেলা পুলিশকে চিঠি দেন এবং জেলা পুলিশ প্রতিবেদন প্রেরণ করেন। ছাপাখানা ও প্রকাশনা (ঘোষণা ও নিবন্ধীকরণ) আইনে কোথাও প্রকাশকের মৃত্যুতে পত্রিকা বন্ধ হবে এমনটি বলা হয়নি। তাই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দৈনিক রানার পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করার কোনো ভিত্তি ছিলনা। এমনকি অনিয়মিত পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করা যাবে একথা আইনের কোথাও উল্লেখ নেই। আইনের ৯ ধারায় সংবাদপত্র প্রকাশ না করার প্রতিক্রিয়া বর্ণিত আছে। ৩ উপধারায় পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ রাখার কথা বলা আছে। যদি কোনো দৈনিক পত্রিকা ৩ মাস এবং সাপ্তাহিক বা অন্য কোনো পত্রিকার ক্ষেত্রে ৬ বন্ধ থাকে তাহলে ডিক্লারেশন বাতিল হয়ে যাবে এবং মুদ্রাকর ও প্রকাশক পত্রিকাটি পুনরায় প্রকাশের আগে ৭ ধারার আওতায় নতুন করে ঘোষণা দিবেন। এই ধারায় পত্রিকা বন্ধ রাখলে পরবর্তীতে প্রকাশের জন্য নতুন করে ঘোষণাপত্র প্রমাণীকরনের বিধান রয়েছে। তবে দৈনিক রানার পত্রিকার ক্ষেত্রে তেমন ছিলোনা। তৎকালীন আবেদনকারীর নিজস্ব জমিতে ছাপাখানা অফিসসহ পত্রিকা প্রকাশের সকল সরঞ্জামাদি ছিল। পত্রিকাটি জনপ্রিয় হওয়ায় সেই সময়ের পত্রিকা দেখে প্রতীয়মান হয় পত্রিকাটির যথেষ্ঠ বিজ্ঞাপনী আয় ছিলো। ফলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ রিপোর্ট পাওয়ার পরে সরকারী বিধি অনুযায়ী সংবাদপত্র প্রদানের নির্দেশনা দিয়ে যদি চিঠি দিতেন এবং নতুন ঘোষণা প্রদানের ব্যবস্থা করতেন তাহলে পত্রিকাটি বন্ধ থাকার কেনো কারন থাকতোনা। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর ঘোষণা বিলম্বের কারনে যে ক্ষতিসাধন হয়েছে তা অপুরণীয়। তাই ন্যায় বিচারের জন্য বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের প্রেস আপীলেট বোর্ডে আপীল করা হয়।। আইনে ঘোষণাপত্র বাতিল হয়ে যাবে অর্থ ডিক্লারেশন বাতিল হবে তা নয়। ডিক্লারেশন বাতিল হওয়া এবং বাতিল করা বিধান এক নয়। আইনের ৯ ধারা এর ৩ উপধারা অনুযায়ী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব অনিয়মিত বা প্রকাশকের মৃত্যুর কারণে পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করার ক্ষমতা রাখেন না। কেননা আইনে ঘোষণাপত্র বাতিল হয়ে যাবে এবং এবং ঘোষণাপত্র প্রমাণীকরন বাতিল করা একই ধরনের কার্যক্রম বোঝানো হয়নি যদি সেটাই হতো তাহলে আইনের ২০ ধারায় ডিক্লারেশন অর্থাৎ ঘোষণাপত্র প্রমাণীকরন বাতিলের জন্য পৃথক বিধান রাখার দরকার ছিলোনা। তাছাড়া প্রকাশকের মৃত্যুজনিত কারনে ডিক্লারেশন বাতিল হবে আইনে এমন কোনো কথা কোথাও উল্লেখ নেই। যার ফলে দেশে কোনো পত্রিকার প্রকাশকের মৃত্যুতে কেনো পত্রিকা বন্ধ হয়েছে এমন কোনো নজির পাওয়া যায়না। জেলা প্রশাসক কোনো পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করার ক্ষমতা রাখেন কিনা এ ব্যপারে তিনি বলেন যে আইনের ২০ ধারায় বলা হয়েছে যে এটা তিনি রাখেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ১২ ধারার আওতায় কেনো ডিক্লারেশন দেওয়ার পরে তিনি যদি পরবর্তীতে নিশ্চিত হন যে

ক) মালিক, মুদ্রাকর কিংবা মালিক বা প্রকাশক এখন আর বাংলাদেশের নাগরিক নন।

খ) মুদ্রাকর কিংবা প্রকাশক নৈতিক চরিত্রহীনতা সংক্রান্ত অপরাধের জন্য দন্ডিত হয়েছেন।

গ) মুদ্রাকর কিংবা প্রকাশক আদালতের দৃষ্টিতে উন্মাদ বা অপ্রকৃতস্থ প্রমাণীত হয়েছেন কিংবা মালিক প্রকাশকের সংবাদপত্রটি নিয়মিতভাবে প্রকাশ করার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ্য নেই তাহলে তিনি কারণগুলো উল্লেখ করে ডিক্লারেশন বাতিল করে দিতে পারেন। তবে এজন্য ডিক্লারেশন প্রদানকারী ব্যক্তিকে তার বক্তব্য পেশের যুক্তিসংগত সুযোগ না দিয়ে এ ধরনের আদেশ প্রদান করা যাবেনা। একটি পত্রিকা দৈনিক হলে ৩ মাস এবং সাপ্তাহিক বা অন্য পত্রিকার ক্ষেত্রে ৬ মাস বন্ধ থাকলে সংশ্লিষ্ট পত্রিকার ঘোষনাপত্র বাতিল বলে গন্য হবে।

এরপর তিনি বলেন যে উপরোক্ত বিষয়ে মনোসংযোগ করলে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোন পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করতে পারেন যদি দেখা যায় যে উপরোক্ত শর্তসমূহ পত্রিকাটির ব্যপারে প্রযোজ্য হয়। কিন্তু অত্র দৈনিক রানার পত্রিকার ব্যপারে এই শর্তসমূহের কেনোটিই প্রযোজ্য নয়। রেসপনডেন্ট পক্ষ শুধু জবাবে বলেছেন যে পত্রিকাটি অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হবার কারণে ২০১৫ সালে জেলা প্রশাসক পত্রিকাটির ঘোষণাপত্র বাতিল করেন। কিন্তু এ ব্যপারে ১২(গ) ধারা প্রয়োগ করা হয়েছে কিনা অথবা প্রয়োগের ব্যপারে শর্তসমূহ মানা হয়েছে কিনা এ ব্যপারে তিনি নিশ্চুপ। ডিক্লারেশন প্রদানকারী ব্যক্তিকে তার বক্তব্য পেশের কোনো সুযোগ দেয়া হয়েছে এ ব্যপারটি জেলা প্রশাসক সাহেব বলেন নাই এমনকি দাবিও করেন নাই। তাই তিনি নিবেদন করেন যে, জেলা প্রশাসক সাহেবের জবাবে বর্ণিত বক্তব্য যে অনিয়মিত প্রকাশনার জন্য ২০১৫ সালে পত্রিকাটির প্রকাশনা বাতিল করা হয় তাহা আইনত গ্রহণীয় নহে।

এখানে দেখা যায় দৈনিক রানার পত্রিকা প্রকাশনা ইচ্ছাকৃতভাবে বন্ধ হয়নি। তা সত্ত্বেও যেহেতু আইনের ৭ ধারায় নতুন ঘোষণা প্রদানের কথা বলা হয়েছে। তাই আইনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে জনাব কবিরুল আলম দিপু সাহেব সেই ঘোষণা প্রদানের লক্ষ্যে আবেদন করেছিলেন কিন্তু জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তার কোনো জবাব দেননি। আইনের উদ্দেশ্যও তাৎপর্য অনুসরন, অনুধাবন না করে আইন প্রয়োগ করা সমীচীন নয়। কারো ইন্ধনে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পত্রিকার ঘোষণাপত্র বাতিল করার মত স্পর্শকাতর সিদ্ধান্ত নিলে সেটাকে দুর্ভাগ্য ছাড়া আর বলার কিছু নাই। যদিও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর পক্ষ থেকে এধরনের কেনো আদেশের কপি অত্র আদালতে দেখানো হয়নি। সেহেতু তাদের বক্তব্যের কোনো আইনগত ভিত্তি নেই। ডিক্লারেশন বাতিল হয়ে থাকে তাহলে বাতিলের চিঠিটি কেনো কবিরুল আলম দিপু সাহেবকে পাঠানো হয়নি। কবিরুল আলম দিপু সাহেবের আবেদনটি আমলে নিয়ে পুলিশ রিপোর্ট কেনো চাওয়া হয়েছিলো এরও কোনো জবাব নাই। পুলিশ রিপোর্টে সবকিছু দিপু সাহেবের পক্ষে আসে। আবেদনকারীর নিজস্ব জমিতে প্রেসসহ সব ছিলো তাহলে কেনো কালক্ষেপণ করা হয়েছে ইহারও কোনো জবাব নাই। তদুপরি ২০ ধারা অনুযায়ী আবেদনকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো সুযোগ দেওয়া হয়নি। তদুপরি প্রকাশকের মৃত্যুতে পত্রিকা বাতিল করা যায়না। এখানে উল্লেখ্য যশোর নোয়াপাড়ার প্রকাশক মো. আসলাম হোসেন মৃত্যুবরণ করলে তার ছেলে আবেদন করায় তাকে নতুন ঘোষণাপত্র বর্তমান জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় প্রদান করেছেন ০৫/০৪/২০২১ তারিখে। এছাড়া যশোর থেকে মিসেস ফিরোজা রেজার প্রকাশনায় প্রকাশিত দৈনি প্রভাত ফেরী পত্রিকাটি অনিয়মিত প্রকাশনার কারনে ২ দফায় ২০০৮ ও ২০১৫ তারিখে যশোর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আদেশের মাধ্যমে ঘোষণাপত্র বাতিল হয় পরে নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে ফকির শওকত আলী ঘোষণাপত্র পাওয়ার আবেদন জানালে পুলিশ রিপোর্ট বিপক্ষে থাকায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আবেদনটি বাতিল করেন। তাতে সংক্ষুব্ধ হয়ে ফকির শওকত আলী বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের প্রেস আপীলেট বোর্ডে ০৩/২০১৭ আপীল দায়ের করে। আপীলের রায়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে আপীলকারীকে ঘোষণাপত্র প্রদান করতে আদেশ দেওয়া হয়। ইত্যাদি রেফারেন্স থাকা সত্ত্বেও জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের দায়িত্ব ছিলো দৈনিক রানার পত্রিকার পক্ষে ঘোষণাপত্র দেওয়া কিন্তু তিনি তা না করে বেআইনিভাবে কালক্ষেপণ করে চলেছেন। পত্রিকা বাতিলের কোনো আদেশে ক্ষতিগ্রস্থ কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলে আবেদন করতে পারবেন এবং সেখানের সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত। এখানে দৈনিক রানার পত্রিকার উপর কোনো আদেশ যদি হয়ে থাকে তার অফিস আদশে থাকা বাঞ্চনীয়। অত্র আপীলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এমন কোনো আদেশের কপি কিংবা তারিখ দেখাতে পারেননি। তাতে প্রতীয়মান হয় যে, দৈনিক রানার পত্রিকার ঘোষণাপত্র বাতিল হয়নি। পত্রিকা বাতিলের

মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে লিখিত আদেশের কপি দেওয়া না হলে মৌখিক বা মনগড়া বক্তব্যের আইনগত কোনো ভিত্তি নেই। যদি ধরে নেওয়া হয় দৈনিক রানার পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল করা হয়েছে তাহলে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর আদেশের কপি চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে পাঠাতেন। কিন্তু চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরে এ ধরনের কোনো অদেশের কপি পাননি। এছাড়াও পত্রিকাটির নামে ছাড়পত্র বহাল আছে এমনকি চলতি ২০২২ সালের ৬ জানুয়ারি চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর থেকে যশোর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে চিঠি দিয়ে বলা হয় যে, ২০১৯-২০ সালে দৈনিক রানার পত্রিকার কোনো সংখ্যা তারা পায়নি । ফলে পত্রিকাটির বিষয়ে ব্যবস্থা নিয়ে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কে জানাতে বলা হয়। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ২৫/১০/২০২২ পর্যন্ত এর কোনো জবাব দেননি। এতেও প্রমাণিত হয় দৈনিক রানার পত্রিকার ঘোষণাপত্র বাতিল হয়নি। ফলে পরবর্তীতে ১২ ধারা পুরণ সাপেক্ষে আপীলকারীকে ডিক্লারেশন প্রদানে আইনি কোনো বাধা ছিলো না। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর পক্ষ থেকে যে বক্তব্য দেওয়া হচ্ছে যে দৈনিক রানার পত্রিকা প্রকাশের জন্য দুজন আবেদন করেছেন ১জন উত্তম কুমার ঘোষ অপরজন জনাব নাসরীন সুলতানা নিপা। শেষপর্যন্ত ৩০/১১/২০২২ তারিখে সহকারী কমিশনার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর কার্যালয়, যশোর এর প্রেরিত এক স্মারকে দেখা যায় যে, জনাব নাসরিন সুলতানা নিপা দৈনক প্রদর্শক নামে একটি পত্রিকা বাংলা ভাষায় প্রকাশনের অনুমতি চেয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বরাবর আবেদন করেছেন এবং সে ব্যাপারে তদন্তের জন্য পুলিশ সুপারের কাছে চিঠি দেওয়া হয়। তাই কাগজটি প্রমাণ করে যে, জনাব নাসরিন সুলতানা নিপা অন্য একটি পত্রিকা অর্থাৎ দৈনিক প্রদর্শক পত্রিকা প্রকাশনার অনুমতি চেয়েছেন। অতএব জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এই ব্যপারটি বিবেচনা করে একমাত্র আবেদনকারী হিসেবে আপীলকারীর পক্ষে ঘোষণাপত্র দেওয়ার আদেশ দিতে পারতেন।

সবশেষে আপীলকারী এই আবেদন করেন যে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর লিখিত আদেশের কপি বিহীন কথিত

ঘোষণাপত্রের বাতিলের আদেশ রদ ও রহিত করে আপীলকারী উত্তম কুমার ঘোষের ২৩/০৫/২০২২ তারিখের দাখিলি দরখাস্ত মঞ্জুর করে প্রকাশক হিসেবে অনুমতি দিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কে নির্দেশ দেওয়ার জন্য মাননীয় বোর্ডের কাছে আবেদন করেন।

অন্যপক্ষে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, যশোর এর পক্ষে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট যশোর তার বক্তব্য বলেন যে, দৈনিক রানার সংবাদপত্রটি প্রকাশক জনাব রাবেয়া খাতুনের স্বামী মৃত গোলাম মাজেদ নামে ঘোষণাপত্র প্রদান করা হয়। এ সময় পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে এম আক্তার মঞ্জুরুল আলমের নাম উল্লেখ ছিলো। পরবর্তীতে বৃদ্ধ বয়স ও শারীরিক অসুস্থতাজনিত কারণে উক্ত রাবেয়া খাতুন প্রকাশক থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়ার আবেদন করেন এবং প্রকাশনা স্বত্ত্ব তাঁর পুত্র আর এম মঞ্জুরুল আলমের কাছে হস্তান্তরের আবেদন করেন। কিন্তু মঞ্জুরুল আলম রাজি না হওয়ায় পূর্বোক্ত আবেদন বাতিলের আবেদন করেন। পরবর্তীতে ২৭/০৯/২০০৭ তারিখে রাবেয়া খাতুন মৃত্যুবরণ করলে এর প্রেক্ষিতে তাঁর কন্যা শারমিন আক্তার পিতা মরহুম গোলাম মাজেদ ২৩/০১/২০০৮ তারিখে ওয়ারিশ হিসেবে উক্ত পত্রিকাটি প্রকাশনা অব্যাহত রাখার স্বার্থে ওয়ারিশদের সর্বসম্মতিক্রমে আবেদন করেন। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে শারমিন আক্তারের নামে ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ০৭/০২/২০১১ তারিখে শারমীন আক্তার ব্যবসায়িক কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে দায়িত্ব পালনে অপরাগ এ কথা উল্লেখ করে প্রকাশক পরিবর্তনের আবেদন করেন। ১৮/১২/২০১১ তারিখে প্রত্রিকার সম্পাদক মঞ্জুরুল আলম নিজ নামে পত্রিকা প্রকাশনার আবেদন এর পরিপ্রেক্ষিতে ০৮/০১/২০১২ তারিখে ঘোষণাপত্র স্বাক্ষরিত হয়। ২৮/০১/২০১৫ তারিখে মঞ্জুরুল আলমের মৃত্যুর পর তাঁর বড় ভাই কবিরুল আলম দিপু ওয়ারিশ সূত্রে পত্রিকা প্রকাশের জন্য ০৬/০৮/২০১৫ তারিখে আবেদন করেন। কিন্তু ১৭/০৫/২০২২ তারিখে তিনি তাঁর আবেদনটি প্রত্যাহারের আবেদন করেন। সে আবেদন তিনি নিজেকে অসুস্থ ও শারীরিকভাবে নানা রোগে আক্রান্ত বলে উল্লেখ করেন। এই আবেদনে তিনি আরো বলেন, পারিবারিক নানাবিধ সমস্যার কারণে দৈনিক রানার পত্রিকা প্রকাশে অনিচ্ছুক ফলে তাদের পরিবারের অস্থাভাজন উত্তম কুমার ঘোষ আপীলকারী যদি নিজ দায়িত্বে ঐতিহ্যবাহী দৈনিক রানার প্রকাশ করার উদ্যোগ নেন। তাহলে তাহারা প্রকাশনা পরিবর্তনের এই ব্যপারটি কোনো আপত্তি করবেন না। যথারীতি ২৩/০৫/২০২২ তারিখে উত্তম কুমার ঘোষ প্রত্রিকাটির প্রকাশনা পরিবর্তন করে নিজ নামে প্রকাশের

আবেদন করেন। কিন্তু তিনি মঞ্জুরুল আলমের সাথে পারিবারিকভাবে সম্পর্কযুক্ত নন। পরবর্তীতে শারমীন আক্তার নিপা ০৫/০৭/২০২২ তারিখে দৈনিক রানার নামে পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি চেয়ে আবেদন করেন। যাহার ফলে ২ জন দরখাস্তকারী থাকায় সংবাদপত্রটি প্রকাশনা দেওয়ার ব্যাপারেও কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। কাজেই বর্তমান আপীলটি সময়মতো করা হয়নি, আপীলকারীর উচিত ছিলো, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আদেশের জন্য অপেক্ষা করা। তা না করে এখানে যেহেতু ২জন পত্রিকার প্রকাশক হিসেবে ঘোষণাপত্র দাবী করেছেন তাদের কেউ মালিকদের সাথে পারিবারিকভাবে সম্পর্কযুক্ত নন। কাজেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কারো পক্ষে কোনো আদেশ প্রদান না করাই আইনসম্মত হয়েছে। এবং এ ব্যপারে আইনের কোনো ব্যাত্যয় ঘটেনি। বরং সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে তিনি যা তার কাছে বাস্তব মনে হবে সেই আদেশ দিবেন, এতে কিছু দেরী হলেও তা বেআইনি হবেনা। তাই তিনি আপীলটি বাতিলের জন্য আবেদন করেন। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, পত্রিকাটির প্রকাশক হিসেবে ২ জন দাবিদার বর্তমান এবং তাদের কেউ মালিকদের সাথে পারিববারিকভাবে সম্পর্কযুক্ত নন। কাজেই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কোনো আদেশ প্রদান না করা আইনসম্মত হয়েছে এবং এ ব্যাপারে আইনের কোন ব্যত্যয় ঘটেনি। তিনি অত্র আপিলটি বাতিলের জন্য আবেদন করেন।

উভয়পক্ষকে শুনিলাম, আপীলকারীর বক্তব্য এবং প্রতিপক্ষের বক্তব্য শুনিলাম এবং সংশ্লিষ্ট আইনে মনোসংযোগ করিলাম। দেখা যায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ২জন দরখাস্তকারী আছেন বিধায় এ ব্যাপারে কোনো আদেশ দিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই। দরখাস্তকারী ২ জন হলে উত্তম কুমার ঘোষ এবং শারমিন সুলতানা নিপা এই আপিলটি ০৫/১২/২০১২ তারিখের আদেশের বিপক্ষে দায়ের করা হয়। আপীলকারী ৩০/১১/২০২২ তারিখে যশোরের এক্সেকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক পুলিশ সুপার যশোরকে দেওয়া এক স্বারকের একটি কপি অত্র বোর্ডে জমা দেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে শারমীন সুলতানা নিপা যশোরের দৈনিক প্রর্দশক নামক পত্রিকা যশোর জেলা হতে প্রকাশের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, যশোর বরাবর আবেদন করেছেন। এই আবেদনকারীর প্রাক পরিচিতি যাচাইয়ান্ত প্রতিবদেন দেয়ার জন্য পুলিশ সুপার যশোরকে অনুরে্ধ করেছেন। চিঠিটি পর্যালোচনায় আমরা নিসন্দেহ যে শারমীন সুলতানা নিপা যে পত্রিকা প্রকাশের অনুমতি চেয়েছিলেন তার নাম দৈনিক প্রদর্শক। এটাও সত্য এই শারমীন সুলতানা নিপা দৈনিক রানারের প্রকাশক হওয়ার জন্য ০৫/০৭/২০২২ তারিখে আবেদন করেন। আমরা ধরে নিতে পারি যে শারমীন সুলতানা নিপার দ্বিতীয় দরখাস্তটি দৈনিক প্রদর্শকের প্রকাশক হওয়ার নিমিত্তে করা হয়েছিল। তিনি দরখাস্তটি করার সময় তার প্রথম দরখাস্ত ০৫/০৭/২০২২ তারিখে দেওয়া দৈনিক রানার পত্রিকার প্রকাশক হওয়ার ব্যাপারটি তিনি উল্লেখ করেননি। আমাদের সিদ্ধান্তে পৌছাতে আর কোনো অসুবিধা নেই যে, দৈনিক রানার এর প্রকাশক হওয়ার দরখাস্তটি তিনি চালিয়ে নিতে চাননা তাই দ্বিতীয় দরখাস্তটি তিনি করেছেন। এখানে আরো উল্লেখযোগ্য যে, জেলা প্রশাসক সাহেব ০৫/১২/২০২২ তারিখে তার আদেশটিতে দুটি দরখাস্তের কথা উল্লেখ করেছেন। তখন নাসরিন সুলতানা নিপা এর একটি আবেদন ছিলো দৈনিক রানার পত্রিকার জন্য তারিখ ০৫/০৭/২০২২ আরেকটি আবেদন ছিল দৈনিক প্রদর্শক পত্রিকার জন্য । ০৫/১২/২০২২ তারিখ যখন জেলা প্রশাসক সাহেব আদেশটি দেন তখন তার সামনে দৈনিক রানার পত্রিকার জন্য নিপার একটি ও দৈনিক প্রদর্শন পত্রিকার জন্য নিপার আরও একটি দরখাস্ত ছিল কিন্তু তিনি সেটা তার আদেশে উল্লেখ করেননি। ফলে তার আদেশটি মনোসংযোগ না দেওয়ার কারনে বাতিল যোগ্য। এখন আমরা দেখব উত্তম কুমার ঘোষ এর দরখাস্তটি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যেভাবে শেষ করেছেন অর্থাৎ নতুন নামে পত্রিকা প্রকাশের আবেদন করতে বলেছেন তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য। জেলা প্রশাসক মহোদয়ের জবাবে বলা হয়েছে দৈনিক রানার পত্রিকার জনাব রাবেয়া খাতুন ছিলেন প্রকাশক এবং সম্পাদক ছিলে আর এম মঞ্জুরুল আলম। রাবেয়া খাতুনের মৃত্যুতে তার কন্যা শারমিন আক্তার নতুন নামে ঘোষণাপত্র চান ও তার নামে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে দায়িত্ব পালনে অপরাগতা প্রকাশ করায় তৎকালীন সম্পাদক মঞ্জুরুল আলম আবেদন করলে তার নামে ঘোষণাপত্র প্রত্যয়ন করা হয়। তার মৃত্যুতে তার বড় ভাই জনাব কবিরুল আলম দিপু পত্রিকা প্রকাশের আবেদন করেন। পরবর্তীতে তিনি আবেদনটি প্রত্যাহারের আবেদন করেন এবং আপীলকারী উত্তম কুমার ঘোষ এর নামে আবেদন করেন। যদিও উত্তম কুমার ঘোষ তার আত্মীয় নন।

এখন আমদের বিবেচ্য বিষয় উত্তম কুমার ঘোষ এই পত্রিকাটির প্রকাশক হিসেব রায় পেতে পারেন কিনা । আমাদের আপীল বোর্ডের আপীল নং ০৩/২০১৭ ফকির শওকত আলী বনাম জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যশোর। সেই মামলায় যে আদেশ করেন তা আমাদের সহায়তায় আসতে পারেন। সেই মামলাটির ঘটনায় দেখা যায় আপীলকারী ২০১০ সালে দৈনিক প্রভাত ফেরী পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতেন। এবং প্রকাশক ছিলেন প্রাক্তন সংসদ সদস্য জনাব আলী রেজা রাজুর মালিকানাধীন প্রকাশক তার স্ত্রী ফিরোজা রেজার অধীনে কাজ করতেন। পরবর্তীতে মালিক প্রকাশক পক্ষ পত্রিকাটি প্রকাশের অনাগ্রহী হইয়া বিগত ২০১১ সালে প্রকাশক ফিরোজা রেজা আপীলকারীর অনুকুলে উক্ত দৈনিক প্রভাত ফেরী পত্রিকাটির মালিকানা ও স্বত্ত্বাধিকার হস্তান্তর করেন। এবং ১৩/০৯/২০১১ তারিখে প্রকাশক ফিরোজা রেজা একটি নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের মাধ্যমে একটি হস্তান্তর নামা লিখিয়া দায়, দেনা মেশিন সরঞ্জাম বাবদ মুল্য গ্রহন করিয়া স্বাক্ষীদের সম্মুখে আপীল কারী জনাব ফকির শওকত আলীর অনুকুলে মালিকানা হস্তান্তর করেন । যশোরের বিজ্ঞ নোটারী পাবলিকের মাধ্যমে ১৩/০৯/২০১১ তারিখে উহা এভিডেভিড করা হয়। তখন থেকে দৈনিক প্রভাত ফেরী পত্রিকাটি জনাব ফকির শওকত আলী সাহেবের প্রকাশনায় প্রকাশিত হয়ে আসছে। অতএব দেখা যায় ঐ মামলায় আপীলবোর্ড মালিকানা এবং প্রকাশনা স্বত্ত্ব হস্তান্তরকে অনুমোদন দিয়ে একই পত্রিকার নতুন মালিক এবং প্রকাশকের নামে প্রকাশের অনুমতি দিয়েছে। বর্তমান মামলায়ও আপীলকারী উত্তম কুমার ঘোষ দৈনিক রানার পত্রিকার মালিকানা ও প্রকাশনা স্বত্ত্ব পূর্ববর্তী মালিকগনের পক্ষ হতে পরিবর্তন করিয়ে নিজের নামে নিয়ে পত্রিকাটি প্রকাশনা চালাতে ইচ্ছুক এবং দাবি করেছেন। আমরা এই দাবির ব্যাপারে তার পক্ষে রায় দিতে কোনোই বাধা দেখিনা যদি দেখা যায় মৃত রাবেয়া খাতুনের ওয়ারিশরা উত্তম কুমার ঘোষ এর পক্ষে স্বত্ত্ব ত্যাগ করিয়াছে।

এই বিষয়টি আমরা এখন পর্যালোচনা করিব। যেসব কাগজপত্র এ মামলায় জমা দেওয়া হয়েছে তাদের মধ্যে যশোর-৪ এর সংসদ সদস্য জনাব রণজিৎ কুমার রায় কর্তৃক জেলা ম্যাজিস্ট্রেট যশোর কে দেয় একটি চিঠি যাহাতে তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আপীলকারী একজন উন্নত চরিত্রের মানুষ এবং বিভিন্ন প্রথম সারির গণমাধ্যমে কর্মরত ছিলেন। তার নির্বাচনী এলাকার তথা গোটা দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের জনপ্রিয় পত্রিকা দৈনিক রানার প্রকাশকের মৃত্যুজনিত কারনে বন্ধ রয়েছে। এবং ওয়ারিশগণ পত্রিকাটি চালু করতে অপারগ হয়ে তাদের পরিবারের আস্থাভাজন আপীলকারির নিকট আপনার নিকট আবেদন করেছেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে আপীলকারী আবেদন করেছেন এবং পত্রিকাটি প্রকাশনার জন্য সার্বিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধ ও অসাস্প্রদায়িক চেতনা ধারন করে সরকারের উন্নয়নমুলক কর্মকান্ড, যশোরের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরা সহ অসংখ্য ইতিবাচক সংবাদ পরিবেশন করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। তাছাড়া পরিবারিক একাধিক ব্যবসা পরিচালনাকালে সফলতার কারণে তিনি সুনাম অর্জন করেছেন। এমতাবস্থায় ঐতিহ্যবাহী পত্রিকাটির প্রকাশনার স্বার্থে এবং এর দীর্ঘদিনের সুনাম অক্ষুন্ন রাখার জন্য পত্রিকাটির আপীলকারীর পক্ষে ঘোষণাপত্র প্রদান করার জন্য যথেষ্ঠ যুক্তি বর্তমান।

মরহুমা রাবেয়া খাতুনের আরেক পুত্র জনাব আর এম মঞ্জুরুল আলম দিপু দৈনিক রানার পত্রিকার প্রকাশনার আবেদন প্রত্যাহার চেয়ে করা আবেদনে লিখেছেন গত ২০১৫ সালের ৬ আগস্ট পত্রিকাটির প্রকাশনার দায়িত্ব চেয়ে তিনি আবেদন করেছিলেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে। আবেদনে জানান অর্থনৈতিক এবং শারীরিক কারণে তাদের পক্ষে পত্রিকাটি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছেনা। তবে তাদের পরিবারের আস্থাভাজন আপীলকারী উত্তম কুমার ঘোষ দৈনিক রানার পত্রিকা প্রকাশের উদ্দোগ নিলে তাহার বা তাহার ওয়ারিশগনের কোনো আপত্তি থাকবেনা।

এইসব কাগজসমূহ পর্যালোচনা করিলে একথা নি:সন্দেহে বলা যায় যে, দৈনিক রানার পত্রিকার পূর্বতর মালিকপক্ষ মৃত রাবেয়া খাতুন এবং তার পরিবার বর্তমানে আর এই পত্রিকাটি চালাতে পারছেন না যার কারনে পত্রিকা বন্ধ আছে এবং বাধ্য হয়ে তারা এর সমস্ত সম্পত্তি আপীলকারীর নিকট বিক্রি করেছেন এবং আপীলকারী পত্রিকাটির দীর্ঘদিনের সুনাম বাচানোর জন্য এবং পত্রিকাটিকে পুনরায় ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা হিসেবে চালিয়ে নেওয়ার জন্য মালিকানা গ্রহণ করেছেন। আমরা ফকির শওকত আলীর রায়টি পর্যালেচনা করে সবাই একমত যে,

ঐ রায় অনুযায়ী উত্তম কুমার ঘোষ অর্থাৎ বর্তমান আপীলকারী দৈনিক রানার পত্রিকাটির মালিক প্রকাশক হিসেবে চালিয়ে যেতে আইনত কোনো বাধা নেই এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তার আদেশে এই অংশে ভুল করেছেন যে উত্তম কুমার ঘোষ নতুন নামে একটি পত্রিকা মালিক প্রকাশক হিসেবে চালাতে পারেন। যেখানে উত্তম কুমার ঘোষের দাবি ছিলো দৈনিক রানার পত্রিকাটিকে চালিয়ে নেওয়া সেখানে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এই অংশটুক না দিয়ে যে আদেশ দিয়েছেন তাহা আইনত রক্ষণীয় নয়।

পরিশেষে আমরা আপীলকারীর বক্তব্যসমূহ তার উত্থাপিত আইনের ধারাসমূহ যাহা ইতোপূর্বে বলা হয়েছে সেইসব ব্যাপারে মনোসংযোগ করে আমরা সবাই একমত যে তার বক্তব্যসমূহ গ্রহণযোগ্য এবং আইন সম্মত। সার্বিক পরিস্থিতি এবং আইন বিবেচনা করে আমরা একথাই বলতে চাই যে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আদেশটি গ্রহণযোগ্য নয়, তার উচিত ছিলো উত্তম কুমার ঘোষ অর্থাৎ আপীলকারীর আবেদনটি গ্রহণ করে তাকে দৈনিক রানার পত্রিকার মালিক ও প্রকাশক হিসেবে গ্রহণ করা।

অতএব আদেশ হলো অবিলম্বে এই রায়ের কপি পাওয়ার পরপরই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব আপীলকারী উত্তম কুমার ঘোষকে দৈনিক রানার পত্রিকার মালিক এবং প্রকাশক হিসেবে স্বীকার করে, তার করণীয় কাজটুকু সম্পাদন করবেন, যেন উত্তম কুমার ঘোষ দৈনিক রানার পত্রিকার একমাত্র মালিক ও প্রকাশক হিসেবে পত্রিকাটির প্রকাশনা চালিয়ে যেতে পারেন এবং অন্য কেহ যেন এ ব্যপারে তাকে বাঁধা প্রদান করতে না পারে। তিনিই দৈনিক রানার পত্রিকার একমাত্র প্রকাশক হিসেবে বিবেচিত হবেন।

স্বাক্ষরিত/-
বিচারপতি মো. নিজামুল হক নাসিম
চেয়ারম্যান
প্রেস আপীল বোর্ড ও
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

স্বাক্ষরিত/-
ইকবাল সোবহান চৌধুরী
সদস্য
প্রেস আপীল বোর্ড ও
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিল

স্বাক্ষরিত/-
মো. কাওসার আহাম্মদ
যুগ্মসচিব, তথ্য ও সম্প্রচার
মন্ত্রণালয়
ও সদস্য, প্রেস আপীল বোর্ড